আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

১৫ অক্টোবর ২০২১

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উমর (রাঃ)'র শাহাদতের ঘটনাক্রমে সহী বুখারীর বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায় যে, হযরত উমর (রাঃ)'র উপর আক্রমণের সময় ফজরের নামাজ আদায় করা হয়। যেখানে সহী বুখারীর অন্য আরেক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আক্রমণের পর হযরত উমর (রাঃ)'র শরীর থেকে অত্যধিক পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয়ে যাওয়াও তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় অন্যান্যদের সহিত আমি উনাকে সেখান থেকে উঠিয়ে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলাম। সকাল হতেই জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি (রাঃ)'র জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা হয় যে, সাধারণেরা নামাজ পড়ে নিয়েছে। এর উত্তরে তিনি (রাঃ) বলেন যে, 'সেই ব্যক্তির মাঝে ইসলাম নেই, যে নামাজ ত্যাগ করেছে।' তবকাতে কুবরা নামের পুস্তকেও একথার বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত উমর (রাঃ)কে উনার ঘরে পৌঁছানোর পর হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রাঃ) দুটি ছোট ছোট সুরা দ্বারা নামাজ পড়ান।

তবকাতে কুবরা পুস্তকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) যখন উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে হযরত উমর (রাঃ)'র উপর ছুরি দ্বারা আক্রমণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তারা মুগীরা বিন শা'বা-র গোলাম আবু লুলু'র নাম নেয়। যে কিনা ধরা পড়ার পরে ঐ ছুরি দিয়েই নিজেও আত্মহত্যা করে। ঐতিহাসিকদের বক্তব্য অনুযায়ী এটাই প্রতিভাত হয় যে, আবু লুলু ফিরোজ ব্যক্তিগত আক্রোশ এবং বিদ্বেষ বশতঃ হযরত উমর (রাঃ) কে আক্রমণ করেছিল। ইতিহাস এবং জীবন-চরিত সংক্রান্ত মহত্বপূর্ণ পুস্তক 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' তে হযরত উমর (রাঃ) কে হত্যার ঘটনায় হর্মজান তথা জফীনা-কে দোষী সাব্যাস্ত করা হয়েছে। যার ফলে বর্তমানে কিছু কিছু ঐতিহাসিকগণ হযরত উমর (রাঃ)'র হত্যাকে পূর্বপরিকল্পিত ও সুনিয়োজিত চক্রান্ত বলে মনে করে। তাছাড়া হর্মজান নামক ঐ ইরানী সেনাপতি যে কিনা বাহ্যিকভাবে মুসলমান ছিল, তাকে এই চক্রান্তের হোতা বলে মনে করা হয়।

মুহাম্মদ রজা সাহেব নিজ পুস্তিকা সীরত উমর ফারুক (রাঃ)তে লিখেন যে, হযরত উমর (রাঃ) কুফার অধিকারীকে হযরত মুগীরা বিন শা'বা (রাঃ)'র অনুরোধে একজন প্রতিভাবান চিত্রকলায় পারদর্শী শিল্পী (গোলাম) আবু লুলু কে মদীনায় আসার অনুমতি প্রদান করেন। সেই ব্যক্তির অভিযোগ ছিল যে, হযরত মুগীরা (রাঃ) তার ওপর একশত দিরহাম কর ধার্য করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমর (রাঃ) ঐ ব্যক্তির কর্মদক্ষতার অনুপাতে তার ওপর সঠিক কর ধার্য করেন। আর এটাই ছিল তার ব্যক্তিগত আক্রোশ বা বিদ্বেষ। একদিন হযরত উমর (রাঃ)'র বাতাস চালিত যাঁতাকলের ব্যাপারে কাউরির জিজ্ঞাসায় আবু লুলু আক্রোশের সহিত ধম্‌কির সূরে বলে যে, আমি তাঁর (হযরত উমর (রাঃ)'র) জন্য এমন যাঁতাকল তৈরী করব যে সকলেই তার চর্চা করতে থাকবে। সেই ব্যক্তি হযরত উমর (রাঃ)কে শহীদ করার ব্যাপারে মনস্থির করে নেয় ও সেই উদ্দেশ্যে সে মাঝে হাতল-বিশিষ্ট দুইমুখী ধারের একটি ছুরি তৈরী করে সেটাতে বিষ মাখায়। ঘটনাক্রমে সেই ছুরিকাটি সে ইরানী সেনাপতি হর্মজানকেও দেখায় এবং বলে যে, এই ছুরিকা দ্বারা সে

যাকেই আক্রমণ করবে সে বাঁচবে না। আক্রমণের ঘটনার পরে মুসলমানেরা হর্মজানকে তুস্তর নামক স্থান হতে বন্দী করে মদীনায় প্রেরণ করে। হর্মজান মৃত্যুভয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

তবকাত ইবনে সা'দ থেকে নাফে-'র বর্ণনা অনুসারে হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রাঃ) হর্মজান তথা জফীনার নিকট সেই ছুরিটি দেখেছিল যেটি দ্বারা হযরত উমর (রাঃ) কে শহীদ করা হয়। যেখানে তবরীতে বর্ণিত সইদ বিন মুসআব (রাঃ)'র বর্ণনা অনুযায়ী আব্দুর রহমান বিন অউফ বিন আবী বকর (রাঃ) সেই ছুরিটি তখন দেখেছিল যখন সেটি আবু লুলু ফিরোজ এবং হর্মজান জফীনা উভয়ের মধ্যে কথোপকথনের সময়ে পড়ে গিয়েছিল। হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ)'র কানে যখন একথা পড়ে, তখন তিনি তাঁর তলোয়ার দ্বারা উভয়কে হত্যা করেন। অন্য আরেক স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) হর্মজানের ওপর তলোয়ার দ্বারা আঘাত হানে তখন সে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ** পড়েছিল এবং যখন জফীনকে হত্যা করা হয় তখন সে নিজ চক্ষুর সামনে হাত দিয়ে সলীবের চিহ্ন বানিয়েছিল। অতঃপর আবু লুলু'র মেয়েকেও হত্যা করা হয়।

এরূপভাবেই অন্য আরেক জীবন-চরিতের লেখক ডাঃ মুহম্মদ হুসাইন হাইকেল নিজ পুস্তকে লিখে যে- ইরানী, ইহুদী তথা খ্রীষ্টনরা মুসলমানদের নিকট পরাজিত হয়ে যাওয়ায়, মনে মনে সাধারণভাবেই আরব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তথা বিশেষ করে হযরত উমর (রাঃ)'র ওপর তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। খুব সম্ভব আবু লুলু এবং আজমীদের বিদ্বেষ বা ইর্ষাপূর্ণ একটি ছোট্ট বিরোধীগোষ্ঠীর বদলা নেওয়ার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল। হযরত উমর (রাঃ)'র পুত্র সেই ষড়যন্ত্রের পর্দা উঠিয়ে ঘটনার মূল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত। যদি আবু লুলু ফিরোজ আত্মহত্যা না করত, পরন্তু বিধির বিধান সেই ষড়যন্ত্রের রাস্তা দেখায়। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী বকর (রাঃ), যাঁরা মুসলমানদের মধ্যে সবচাইতে বিশ্বসনীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁরা এটাই সাক্ষী দিয়েছেন যে, যে ছুরিকা দ্বারা হযরত উমর (রাঃ)কে শহীদ করা হয়, সেই ছুরি হর্মজান জফীনার নিকট তাঁরা দেখেছিলেন। অতঃপর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, হযরত উমর (রাঃ) ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ)'র কোনরূপ অ-বৈধানিক কাজ করার আইনি সনদ ছিল না। কোন ব্যক্তির নিকট এ অধিকার কখনোই নাই যে, সে স্বয়ং তার প্রাপ্য বুঝে নেবে বা নিজ অধিকার স্বয়ং আদায় করবে, যেখানে এরূপ সমস্যার ফয়সালা স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর (সাঃ)'র পরবর্তীতে তাঁর (সাঃ)'র খলীফাগণের অধীনস্ত ছিল যে তাঁরা জনগণের মাঝে ন্যায়সংগত নির্ণয় নিয়ে দোষীদের অন্যায়ের তারতম্য অনুযায়ী প্রয়োজনে (হত্যার বদলে হত্যা) ইত্যাদির নির্দেশ দিয়ে থাকতেন। এর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, এ হত্যা এক সুনিয়োজিত ষড়যন্ত্রের-ই অংশ। এর প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু ঐতিহাসিকগণ যেসমস্ত প্রমাণাদি দিয়ে থাকে, এসব সন্দেহ একারণেই অনেকের সমর্থনযোগ্য যে, হযরত উসমান (রাঃ)কেও অনুরূপ দুঃস্কৃতকারীরা শহীদ করে। হতে পারে যে, ইসলামের ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি তথা প্রভাবকে ঠেকাতে ও নিজেদের বদলার আগুনকে ঠাণ্ডা করতে বহির্ভূত শত্রু-দ্বারা ষড়যন্ত্রের ফলেই হযরত উমর (রাঃ) শাহাদৎ বরণ করেন। অল্লাহু আ-অলম (আল্লাহই সর্বজ্ঞাতা)। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,"খলীফারা এমন কোন বিপদের সম্মুখীন হন নি যেটিকে তাঁরা ভয় পেয়েছেন। আর যদি এমন কোন বিপদ এসে থাকে তাহলে আল্লাহ্ সেটিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দিয়েছেন। হযরত উমর (রাঃ) সবসময় এই দোয়া করতেন যে, 'হে আল্লাহ! আমাকে শাহাদতের সৌভাগ্য দাও আর আমাকে মদীনাতেই শহীদ করো'। অতএব, আমরা একথা কীভাবে বলতে পারি যে, তিনি এক ভীতিপ্রদ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন অথচ আল্লাহ্ এটিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করেন নি। আল্লাহ্তায়ালা হযরত উমর (রাঃ)'র দোয়াকে কবুলও করেছেন আর এমন উপকরণ বা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যার

ফলে ইসলামের সম্মান বজায় থেকেছে। বাস্তবে মদীনায় বহিরাগত কোন শত্রুর আক্রমণ না হয়ে মদীনার ভেতর থেকেই এক নোংরা ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয় এবং সে ছুরিকাঘাতে তাঁকে শহীদ করে দেয়।"

হযরত উমর (রাঃ)'র শাহাদতের ঘটনা এবং এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) ক্রীতদাস মুক্তি সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করে বলেন, "সর্বপ্রথমে এই নির্দেশ রয়েছে যে, তোমরা অনুগ্রহ করে কোন মুক্তিপণ ছাড়াই তাদেরকে অর্থাৎ ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দাও। এরপর এটি বলেছে যে, এমনটি যদি না করতে পার তবে মুক্তিপণ পরিশোধ করে স্বাধীন করে দাও। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন রয়ে যায় অর্থাৎ কোন দাস যদি নিজে মুক্তিপণ পরিশোধ করার সামর্থ্য না রাখে আর তার রাষ্ট্র অর্থাৎ যে দেশের সাথে তার সম্পর্ক সেই রাষ্ট্রের যদি তাকে স্বাধীন করার বিষয়ে কোন আগ্রহ না থাকে; আবার তার আত্মীয়স্বজনেরাও যদি ভ্রুক্ষেপহীন হয় তবে সে তোমাদের অনুমতি সাপেক্ষে কিস্তি আকারে মুক্তিপণ নির্ধারণ করাতে পারে। বন্দি নিজেও তার মুক্তিপণের কিস্তি নির্ধারণ করাতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে যতটুকু সে উপার্জন করবে, কিস্তির অংশ বাদ দিয়ে বাকীটা তারই প্রাপ্য হবে অর্থাৎ বাস্তবে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে। সেই দাস যে মুসলমান ব্যক্তির নিকট থাকতো তাকে সে একদিন বলে, আমার এতটুকু সামর্থ্য আছে। আপনি আমার ওপর মুক্তিপণ নির্ধারণ করুন যা আমি মাসিক কিস্তি আকারে ধীরে ধীরে সবটুক পরিশোধ করবো। তিনি অত্যন্ত সামান্য অংকের একটি কিস্তি নির্ধারণ করেন এবং সে তা পরিশোধ করতে থাকে। একবার হযরত উমর (রাঃ)'র কাছে সে অভিযোগ করে বলে যে, আমার মালিক আমার ওপর মোটা অঙ্কের কিস্তি নির্ধারণ করে রেখেছে, তাই আপনি সেটি কমিয়ে দিন। হযরত উমর (রাঃ) তার উপার্জনের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেন, যতটুকু উপার্জন হওয়ার কথা ভেবে কিস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সে আয় করে থাকে। হযরত উমর (রাঃ) এটি দেখে বলেন, এই পরিমাণ আয়ের বিপরীতে তোমার কিস্তি তো খুবই নগণ্য, তাই এরচেয়ে কমানো সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তের কারণে সে ভীষণ রাগান্বিত হয় এবং এই রাগের বশবর্তী হয়ে পরের দিন সে তাঁর (রাঃ) ওপর খঞ্জরের আক্রমন করে এবং তিনি (রাঃ) সেই আঘাতের ফলে শহীদ হয়ে যান।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, আমি এই হৃদয় বিদারক ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছি, ইসলাম এখনও এর জের কাটিয়ে উঠতে পারে নি। আর সেটি এভাবে যে, যদিও মৃত্যু সবসময় মানুষের সাথে লেগেই আছে, তথাপি এমন সময় মৃত্যুর কথা ভাবাও হয় না যখন অঙ্গপ্রতঙ্গ সুদৃঢ় থাকে, কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন দুর্বল হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্য অবনতির দিকে ধাবিত হয় তখন মানুষ নিজে থেকেই ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করতে আরম্ভ করে। তারা একে অপরের সাথে এ বিষয়ে কথা বলে না কিন্তু আপনা আপনি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায় যা ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য ইমামের মৃত্যুর সময় মানুষ সচেতন থাকে। বয়স ৬৩ বছর হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু হযরত উমর (রাঃ)'র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মজবুত ছিল তথাপি সাহাবীদের মাথায় এটি ছিল না যে, হযরত উমর (রাঃ) এত তাড়াতাড়ি তাদের ছেড়ে চলে যাবেন। এজন্য তারা ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি বেখবর ছিলেন। অর্থাৎ অকস্মাৎ হযরত উমর (রাঃ)'র মৃত্যুর বিপদ আপতিত হয়। সেই সময় জামা'ত অন্য কোন ইমামকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তখন প্রস্তুতি না থাকার ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, হযরত উসমান (রাঃ)'র সাথে মানুষের তেমন গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় নি যেমনটি হওয়া উচিত ছিল। এ কারণে ইসলামের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়। পরবর্তীতে যেসব নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল সেগুলোর কারণ তাঁর দৃষ্টিতে এটিও হতে পারে–যার উল্লেখ তিনি করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এটিও বলেছেন যে, নামাযের স্থানে কিছু লোক নিরাপত্তার জন্য দাঁড়ানো আবশ্যক। হযরত উমর (রাঃ)'র শাহাদতের ঘটনার বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, হযরত উমর (রাঃ)'র সহিত মুসলমানরাও নামায পড়ায় মগ্ন

ছিলেন, এমন সময় এক দুর্বৃত্ত সামনে অগ্রসর হয় আর খঞ্জর দিয়ে আক্রমণ করে বসে। পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো, নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে অর্ধেক লোক দণ্ডায়মান থাকবে। যদিও এটি যুদ্ধের সময়কার কথা যখন নিরাপত্তার জন্য একটি দলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কিন্তু এ থেকে এই ব্যাখ্যাও করা যায় যে, ছোটোখাটো বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করতে যদি কিছু সংখ্যক লোককে নামাযের সময় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় তাহলে এটি আপত্তির কোন বিষয় নয় বরং এটি করা অত্যাবশ্যক। এই ঘটনার পর থেকে সাহাবীরা (নিরাপত্তার) ব্যবস্থা করেন অর্থাৎ, যখনই নামায পড়তেন সর্বদা নিরাপত্তার খাতিরে পাহারাদার নিযুক্ত করতেন।

হযরত উমর (রাঃ)'র শাহাদতের পর অভাবী ও দরিদ্রদের পেছনে ব্যয় করার কারণে তাঁর (রাঃ)'র সর্বমোট ৮৬ হাজার দিরহাম ঋণ হয়ে গিয়েছিল। 'ওয়াফাউল ওয়াফা' নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত উমর (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত হাফসা (রাঃ)কে ডেকে এনে ঋণ পরিশোধের জন্য বসত বাড়িটি বিক্রি করতে নির্দেশ প্রদান করেন। তারপরেও যদি ঋণ পরিশোধে কিছু ঘাটতি থেকে যায় তাহলে বনু আদী গোত্রের কাছে সাহায্য চাইতে এবং তারপরেও যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে কুরাইশ গোত্রের কাছে সাহায্য চাইতে বলেন। তিনি আরও বলেন, এছাড়া অন্য কারো কাছে যেন সাহায্য না চাওয়া হয়। হযরত উমর (রাঃ)'র মৃত্যুর পর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)'র কাছে যান আর তিনি, অর্থাৎ মুয়াবিয়া (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)'র বাড়িটি কিনে নেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) সেই বাড়িটি বিক্রি করে দেন এবং হযরত উমর (রাঃ)'র ঋণ পরিশোধ করেন। একারণে এই বাড়িটি 'দারুল কাযায়ে দায়নে উমর' নামে অভিহিত হতে থাকে, অর্থাৎ সেই বাড়ি যা বিক্রির মাধ্যমে হযরত উমর (রাঃ)'র ঋণ পরিশোধ করা হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, স্মৃতিচারণ এখনও চলছে আর আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

ONLINE SEND

KHULASA KHUTBA JUMMA HUZOOR ANWAR (ATBA)

15 OCTOBER 2021

Bangla Translation
Compose & Distribute From

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in